JAN. 28 200[illegible]

পত্রিকা ... ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 8 ...

সাক্ষরতা সমিতির কর্মশালা

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি (বিএলএস) আয়োজিত 'বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও মানবসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, বিচ্ছিন্নভাবে দেশে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তারা আরও বলেন, আমাদের প্রচুর সম্পদ আছে, একে কাজে লাগাতে হবে। রাজনীতিবিদদের এগুলোর সমন্বয় ঘটাতে হবে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বিএলএস'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী সেশনে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী এবং সমাপনী সেশনে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এমপি ও মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এমপি যথাক্রমে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

বিএলএস'র প্রধান উপদেষ্টা সাবেক সচিব কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রথম সেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক মন্ত্রী মিজানুর রহমান শেলী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী সালেহ আহমেদ ও বিএলএস'র নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ওসমান আলী। দু'পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এনডার্স জনসন, ডেনমার্কের চার্জ দ্য এফেয়ার্স ওবে ফ্রিটজ লারসন, ইউরোপীয় কমিশনের ভারপ্রাপ্ত মিশন প্রধান জেডি ক্যাটেলসেন প্রমুখ। সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক কাজী ফরিদ আহমেদ।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, দেশ চলার জন্য নীতি দরকার। বর্তমান সরকার বিগত ৪ বছর ৭ মাস সময়ে শিক্ষানীতিসহ জাতিকে কয়েকটি নীতি উপহার দিয়েছে। একে গাইডলাইন হিসাবে কাজে লাগালে জাতীয় উন্নয়ন সাধিত হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আন্দোলন দরকার, একই সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়নের নামে যে সিস্টেম-লস হয়, তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন দরকার। আমাদের বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে, একে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এমপি বলেন, শিক্ষার জন্য দেশে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন না হওয়ায় সবকিছু কাজে লাগেনি। আর তাই শুধু অর্থ বিনিয়োগ নয়, মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের প্রচুর সম্পদ আছে, টাকা কোন সমস্যা নয়। রাজনীতিবিদদের এগুলো সমন্বয় ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সিভিল সোসাইটিকে এগিয়ে আসতে হবে।

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এমপি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে শিক্ষা সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। আর শিক্ষা বাস্তবসম্মত না হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপযোগী না হলে তা ভাল শিক্ষা নয়। রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, শিশু অধিকারের ব্যাপারে আমরা মোটেও সচেতন নই। কাজী সালেহ আহমেদ বলেন, অন্য কোন খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ বিবেচনায় অনেক লাভজনক। তবে শিক্ষা খাতকে উৎপাদনমুখী খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে, শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমন্বয় ঘটাতে হবে।